বোরোচাষে জল

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ডি. ভি. সি. কর্তৃপক্ষ দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে বর্ধমান জেলায় ৬০ হাজার একর বোরো চাষের জন্য জল দেবে। জল ছাড়া শুরু হয়েছে ১ ফেব্রুয়ারী এবং শেষ হবে ১৫ এপ্রিল ২০০১। এই জল দেওয়া হবে পাঁচটি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে ৯ দিন এবং ৭ দিন বিরতি। দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ পর্যায়ে ৮ দিন জল ৭ দিন বিরতি এবং শেষ পর্যায়ে ৯ দিন জল দেওয়া হবে।

যে সমস্ত খাল দিয়ে জল যাবে -

১। ডি এম সি খাল গলিগ্রাম গেট বন্ধ থাকবে।

২। এল বি এম সি সিরিজ

ক) লিংক ক্যানেল এবং ইন্টার সেপটেড ৪ বি এম সি

খ) ইন্টার সেপটেড ৩ এম সি

গ) মাইনর ৪ বি

ঘ) এল ৫ অই এল বি এম সি

ঙ) মাইনর এল ৫

৩। দামোদর ব্রাঞ্চ ক্যানেল

ক) ডিবিসি ৫৪১ চেন পর্যন্ত

খ) ১ বি সি ৪০০ চেন পর্যন্ত

গ) ত্র ক্যানেল ১ বি সি পুরোখল

ঘ) বি ক্যানেল, ১ বি সি ৭৮ চেন পর্যন্ত

ঙ) সি ক্যানেল ১ বি সি ৮০ চেন পর্যন্ত

চ) ডি ক্যানেল ১২ বি সি ৮০ চেন পর্যন্ত

৪। অন্যান্য শাখা ক্যানেল

ক) ২ বি সি পুরো খাল

খ)৪ বি সি ১০০ চেন পর্যন্ত

গ) ৬ বি সি ১০০ চেন পর্যন্ত

৫। পানাগড় ব্রাঞ্চ ক্যানেল ঃ

অভিরামপুর গেট পর্যন্ত ৭০২ চেন

ক) পি, এ ২০০ চেন পর্যন্ত

খ) পি ৮ / পি, এ ৪০ চেন পর্যন্ত

গ) পি ৯ /পি, এ ২০ চেন পর্যন্ত

ঘ)ওয়াটার কোর্স ১১০ /পি, এ ৪০ চেন পর্যন্ত

ঙ) ওয়াটার কোর্স ১৪৪ /পি, এ ২৫ চেন পর্যন্ত

চ) এল, ই/পি, বি সি ০ চেন থেকে মানকর গুসকরা রোড

ছ) এল এফ / পি, বি সি ০ চেন থেকে মানকর গুসকরা রোড

জ) পি ২ /পি বি সি ৬০ চেন পর্যন্ত

ঝ) ওয়াটার কোর্স ৪৬ / পি ২ ৩০ চেন পর্যন্ত

৬। দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ ক্যানেল ২৬৭ চেন পর্যন্ত

ক) ওয়াটার কোর্স ২৫৯ চেন থেকে ৯০ চেন পর্যন্ত

খ) ওয়াটার কোর্স ২৩৪ চেন থেকে৭৬ চেন পর্যন্ত

গ) ওয়াটার কোর্স ২৬৭ চেন থেকে ৫০ চেন পর্যন্ত

৭। এল বি এম সি

ক) ওয়াটার কোর্স২২৮ পুরোখাল

খ) ওয়াটার কোর্স ২৭৫ চেন থেকে ৯০ চেন পর্যন্ত

গ) এম সি / ১ ৮০ চেন পর্যন্ত

ঘ) এম সি /২ ১০০ চেন পর্যন্ত

ঙ) এম সি /৩ ৩০০ চেন পর্যন্ত

চ) ডিস্ট্রিবিউটারী এ ১০০ চেন পর্যন্ত

ছ) এল ২ ১২০ চেন পর্যন্ত

জ) এল ৩ ১০০ চেন পর্যন্ত

ঝ) এল ৩/এ ১০০ চেন পর্যন্ত

ঞ) এল ৪ ১০০ চেন পর্যন্ত

ট) ডিস্ট্রিবিউটারী বি এল ২ থেকে ১০০ চেন পর্যন্ত

ঠ) এল ৩/এ/১ থেকে ৫৪ চেন পর্যন্ত

৮। পুরাতন ডি এম সি

ক) ১ নং এম সি থেকে ১৬৭ চেন পর্যন্ত

খ) ১ এ এম সি থেকে১০০ চেন পর্যন্ত

গ) ২ নং এম সি থেকে১৩০ চেন পর্যন্ত

ঘ) ২ এ এম সি থেকে৯০ চেন পর্যন্ত

ঙ) ২ বি এম সি থেকে ১২৪ চেন পর্যন্ত

ইডেন খাল

ক) কানা দামোদর ২৮৫ চেন পর্যন্ত

খ) নেভিগেশন ক্যানেল

আমন্ত্রিত কলম

ক্রমশ সরকারি জলসম্পদ উন্নয়নের ত্রুটি ধরা পড়ছে

কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত

স্বাধীনতার পরে পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেল। এবারে ক্রমশ সরকারী জলসম্পদ উন্নয়নের ত্রুটিগুলি ধরা পড়ছে। নদী উপত্যকাগুলির অধিবাসীদের সামনে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে যা মানুষের তৈরি। যেভাবে জলসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা হয়েছে এতদিন, এসব সমস্যা তারই ফল। এখন সময় এসেছে নিম্ন দামোদর উপত্যকা অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে বসে এই সরকারী জল ও নদী পরিকল্পনার মূল্যায়ন করার। এই পরিকল্পনা যেসব প্রাযুক্তিক - রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে, পরিবেশকে যেভাবে নষ্ট করেছে, তা সমাধানের পথনির্দেশ করার জন্য ভাবনার ক্ষণ উপস্থিত।

পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে দামোদর ভ্যালি করপোরেশন দামোদরকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। এর মধ্যে মানুষের চিন্তাভাবনা বদলেছে, প্রয়োজন বদলেছে এবং নতুন নতুন কয়েকটি বিষয় মানুষের সামনে এসেছে। তখনকার দিনে কোনো প্রজেক্ট হাতে নেবার সময়ে তার প্রাযুক্তিক, অর্থনৈতিক ও আইনী দিকগুলি খুঁটিয়ে দেখা হত। প্রাকৃতিক-সামাজিক পরিবেশের উপরে তার কি অভিঘাত হবে তার মূল্যায়ন হত না। গত কুড়ি -তিরিশ বছরে পরিবেশ নিয়ে ভাবনা আমাদের চেতনায় এসেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে উঠেছে প্রশ্ন ঃ ' উন্নয়ন ' বলতে ঠিক কি বুঝি আমরা? উন্নয়ন কার জন্য? উন্নয়নের পরিকল্পনা কে করবেন? স্থানীয় প্রাকৃতিক উপকরণের উপরে সেখানকার মানুষের অধিকার থাকবে, না কি সরকারের? সরকারী পরিকল্পনার ফলে বিভিন্ন এলাকার ও শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে তার সুরাহা কি করে হবে?

আজকে আমরা দেখছি যে সরকারের তরফে একটি সরকারী কোম্পানী হিসেবে ডি. ভি. সি. যেন দামোদরের 'মালিক'। কিভাবে নদীর জল বন্টন ও ব্যবহার হবে, তা নির্ধারণের কর্তা। অথচ এ-ও দেখছি যে এর ফলে নদীটার উপকার তো হয়-ই নি, নিম্ন উপত্যকার অধিবাসীদেরও উপকার হয় নি। একদিকে চাষের জলের জন্য চাহিদা বেড়ে গেছে, বছরে একটার জায়গায় দুটো বা তিনটে চাষও হচ্ছে। অন্যদিকে চাষীদের বক্তব্য হল যে বর্ষার সময়ে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে অতিরিক্ত জল ছেড়ে ডি. ভি. সি. এই এলাকার চাষ ও মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তুলছে। যেহেতু বর্ষার চাষটি নষ্ট হচ্ছে ডি. ভি. সি.র কারণে, সেহেতু তাঁদের বক্তব্য যে শীতের চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত জল এই ডি. ভি. সি. কেই দিতে হবে। বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ হবে - এই ভাবনা মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়েছে, তাই বন্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধন করে টিকে থাকার যেসব পুরাতন সাবধানতার উপায়, সেগুলো হারিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে চলছে সরকারী মদতে বা স্থানীয় পঞ্চায়েত / পৌরসভার মদতে নদীখাতে বাসস্থান গড়া, চাষ করা, যেখান - সেখান থেকে বালি তোলা ও পাড় ক্ষয়। ফলে যখন বন্যা হচ্ছে, তখন ক্ষয়ক্ষতিও বেশী হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা হল নদী বিষয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। আজ মানুষের স্বার্থ ও নদীর স্বার্থ পরস্পরের বিরোধী হয়ে পড়েছে। দামোদরকে আজ কেউ আর ভালবাসে না, ভয়ও করে না।

দেশের সংবিধান অনুযায়ী সীমানার মধ্যে যত জল (বা অন্যান্য প্রাকৃতিক উপকরণ) আছে, সে সবের মালিক হলেন সরকার। এর ফলে মানুষ তার নিজের এলাকার প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করে নিজের ভাগ্য নিজে নির্ধারিত করতে পারে না। অথচ না সরকার, না ডি. ভি. সি. - সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারছে। ডি. ভি. সি. বিরাট বড় লাভদায়ক কোম্পানি। এই কোম্পানি চলছে কয়লা থেকে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা বিক্রির টাকায়। অথচ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের যেসব কথা তার গঠনতন্ত্রে বলা আছে, যেসব দিকগুলি অবহেলিত আছে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনমত সবরকমের তথ্যও ডি. ভি. সি. র থেকে ঠিকভাবে পাওয়া যায় না। সরকারী সেচ দপ্তর ও ডি. ভি. সি.-র কাছ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বৃষ্টি, সেচের জল ছাড়া, বন্যার আগামবার্তা - প্রভৃতি কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। অথচ এসব তথ্য পাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে।

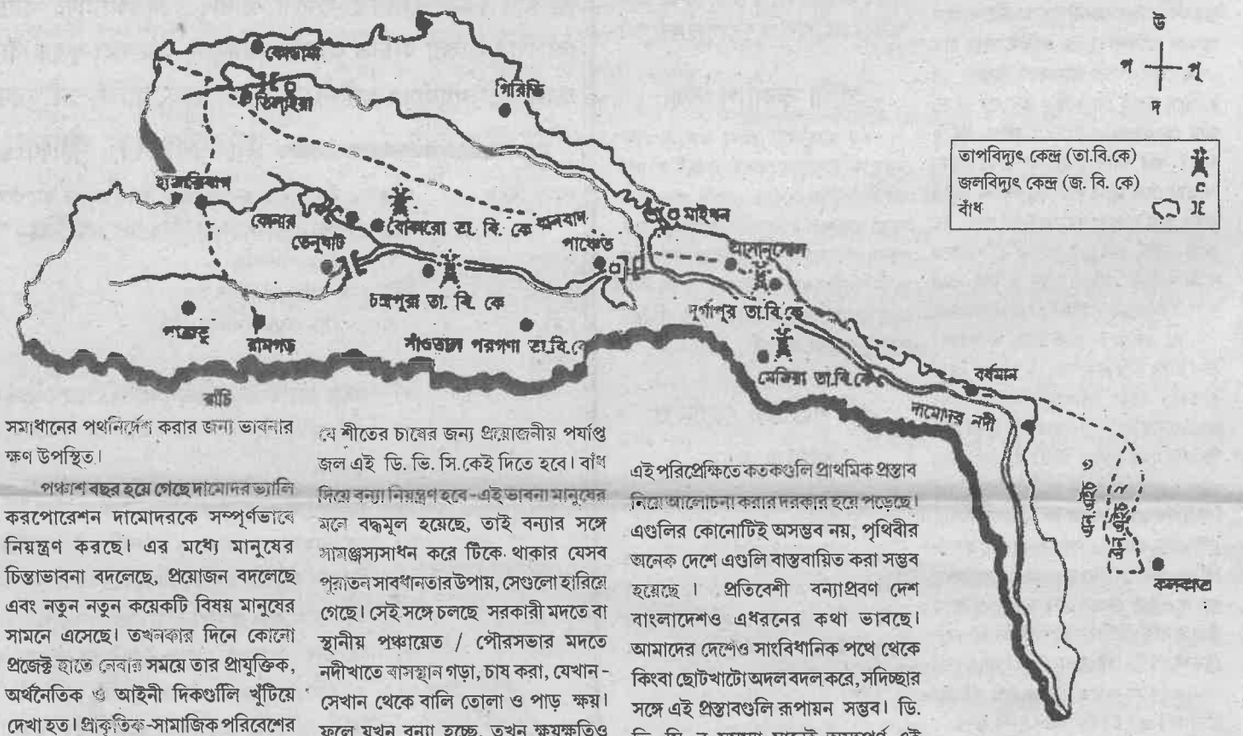

এই পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি প্রাথমিক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার দরকার হয়ে পড়েছে। এগুলির কোনোটিই অসম্ভব নয়, পৃথিবীর অনেক দেশে এগুলি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। প্রতিবেশী বন্যাপ্রবণ দেশ বাংলাদেশও এধরনের কথা ভাবছে। আমাদের দেশেও সাংবিধানিক পথে থেকে কিংবা ছোটখাটো অদল বদল করে, সদিচ্ছার সঙ্গে এই প্রস্তাবগুলি রূপায়ন সম্ভব। ডি. ভি. সি. র সমস্যা মানেই অসম্পূর্ণ এই প্রকল্প, একে সম্পূর্ণ করতে হবে। বাকি চারটি বাঁধ নির্মাণ করতে হবে' - তা নয়. আজ পরিস্থিতি বদলে গেছে। না আছে মূলধন, না আছে আন্তরাজ্য বোঝাপড়া। সর্বোপরি বড় বাঁধ আজ সকলেরই সন্দেহভাজন, পরিবেশগত প্রভাবের জন্য। তাছাড়া সবসময়ে স্ট্রাকচার দিয়েই সমাধান খুঁজবো কেন? প্রস্তাবগুলিঃ

১. সরকারী সেচ দপ্তর ও ডি. ভি. সি. কে সাধারণ মানুষের অংশগ্রাহীতার মাধ্যমে চালাতে হবে। আজকের দিনে এই অংশগ্রাহীতার অর্থ এই নয় যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি মিটিঙে থাকবেন। এর অর্থ হল প্রতিটি সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত যারা হবেন সেসব সাধারণমানুষকে আগে থেকে জানিয়ে, তাঁদের মতামত নিয়ে, তাঁদের সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে।

২. উচ্চ বা নিম্ন উপত্যকা অঞ্চলে বৃষ্টির সময় ও পরিমাণ সম্পর্কে এবং ব্যারেজের থেকে ছাড়া জলের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য রাখা এবং সাধারণ মানুষকে দেওয়ার সহজ বন্দোবস্ত করতে হবে, অর্থাৎ স্বচ্ছতা চাই।

৩. বন্যায় পূর্বানুভাস - কমপক্ষে ৭-৮ ঘন্টা আগে থেকে বন্যার আগাম বার্তা দিতে হবে, যাতে মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেবার যতেষ্ট সময় থাকে।

৪. বন্যার মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে। দেশে দেশে দেখা গেছে যে শুধু নদী 'নিয়ন্ত্রণ' করে বন্যা বন্ধ করা যায় না। বন্যাপ্রবণ এলাকার চাই বন্যার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি। এজন্য শুধুমাত্র নদীর ওপরে গঠনমূলক (Structural) সমাধানের কথা না ভেবে অন্যান্য কিভাবে মানুষের নিরাপত্তা বাড়ানো যায় তার চিন্তা করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে যেমন বলা যায় প্রতিটি গ্রামের উঁচু জায়গায় লকারসহ কমিউনিটি সেন্টার গড়ে তোলা। যেমন ব্যক্তিগত বীমা, শস্য ও গবাদি পশুর জন্য বীমা। এগুলি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ভরতুকি সহ subsidized দিতে হবে। পঞ্চায়েতের তরফে এমার্জেন্সী সাপ্লাই হিসাবে স্পীড বোট, জ্বালানি, খাদ্য পানীয় জল ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের যোগান রেডি রাখতে হবে।

৫. নদীখাত সংস্কার করে নদীর জল ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

৬. পুকুর সংস্কার করে এগুলির জল ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

৭. জল একটি দুর্মূল্য সম্পদ। এর ব্যবহারে দূরদর্শিতা ও মিতব্যয়িতার পরিচয় দিতে হবে। যেসব শস্য চাষে জলের প্রয়োজন বেশী, তেমন হলে সেধরনের শস্যের চাষ থেকে সরে আসতে হবে এবং অন্যান্য লাভদায়ক ফসলের দিকে চাষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। এজন্য দরকার ব্যাপক কৃষি শিক্ষা কর্মসূচী।

৮. নদী ও তার জলের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। সরকারী পরিকল্পনায় আজ দামোদর শেষ হয়ে গেছে। এই নদীকে বাঁচাতে হলে পরিকল্পনার মূল্যায়ন করে নতুন পথ গড়ে তুলতে হবে। ডি. ভি. সি.-র রিভিউ চাই। পরিবেশগত অভিঘাত নিরূপণ চাই।

৯. নদীক্ষয় রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা স্থানীয় লোকের সহয়তায় নিতে হবে। এর জন্য স্থানীয় উপকরণকে কাজে লাগাতে হবে।

১০. সর্বোপরি, নদীখাত থেকে অপরিকল্পিতভাবে বালি তোলা বন্ধ করতে হবে।

□লেখিকা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপিকা

আপনি কি
সংবাদ পাঠে আগ্রহী

বর্ধমান সমাচার সাপ্তাহিকীতে সংবাদ পাঠে আগ্রহী যাঁরা তাঁরা জীবনপঞ্জীর উল্লেখ করে ছবি সমেত সাদা কাগজে আবেদন করুন এই ঠিকানায় –

ডিরেক্টর,
বর্ধমান সমাচার কেবল নিউজ
২৩, জি.টি. রোড,
ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং,
বর্ধমান - ৭১৩ ১০১
ফোন ঃ ৫৬৫০৬৩

বর্ধমান
সমাচার
কেবল নিউজ

পাইওনিয়ার কেবল
চ্যানেলে প্রতি শনিবার
(রাত্রি ৮টা)
ও রবিবার
(দুপুর ১.৩০)
দেখানো হয়।